

## গঠনতত্ত্ব

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-বিএনএম

(সবার উপরে দেশের স্বার্থ, জনগণের স্বার্থ)

### ১। দলের নাম :

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-বিএনএম

Bangladesh Nationalist Movement-BNM

### ২। উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যঃ

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষা করা, মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সকল ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা ও লালন করা, গণতন্ত্র পুণঃরুদ্ধার ও চর্চা করা, সুশাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা, সংখ্যা লঘুদের নিরাপত্তা, সাংঘর্ষিক রাজনীতি পরিহার, গুণগত রাজনীতি চর্চা, পরিবার তত্ত্ব পরিহার, সর্বক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, দুর্নীতিমুক্ত, সত্ত্বাসমুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত এবং জাতীয় ঐক্যের মাধ্যমে উদার গণতন্ত্রের বাংলাদেশ গঠন। দলের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিম্নরূপঃ

- (ক) স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।
- (খ) সংবিধানের মৌল কাঠামো সম্মত রেখে রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষেত্রে সাংবিধানিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।
- (গ) বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ।
- (ঘ) গণতন্ত্র পুরুষার, রক্ষা ও চর্চা করা।
- (ঙ) গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী, অসাম্প্রদায়িক ও সুষম সমাজ প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহ পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়িত করা।

- (চ) সুশাসন ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা।
- (ছ) দূর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠা করা।
- (জ) সাংঘর্ষিক রাজনীতি পরিহার এবং গুণগত রাজনীতি চর্চা করা।
- (ঝ) পরিবার তত্ত্ব পরিহার করা।
- (ঝঃ) রাষ্ট্র ও সমাজের সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা।
- (ট) জাতীয় নেতৃত্বন্দের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন ও তাদের স্ব-স্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা করা।
- (ঠ) একটি শোষণমুক্ত, সুষম এবং ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।
- (ড) অর্থনৈতিক সাবলম্বীতা অর্জন এবং দেশের ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ, গ্রাম-শহর, ছোট-বড় ও জাতি-গোষ্ঠীর মধ্যে বিদ্যমান সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটানো।
- (ঢ) জাতীয় অর্থনীতিতে প্রবাসী বাংলাদেশীদের অবদানের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদেরকে ভোটাধিকার দেয়ার ব্যবস্থা করা এবং বিনিয়োগ সুবিধা সহ যাবতীয় সামাজিক ও ব্যবসায়িক সুবিধা দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- (ণ) পার্বত্য চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত ছোট-বড় নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর ধর্ম ও সংস্কৃতিকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সম্মান প্রদানের মাধ্যমে ঐক্যবন্ধ জাতি সৃষ্টি করা।
- (ত) বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মসূচীর মাধ্যমে ব্যাপক গৃহায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য কর্মসূচীর উন্নয়নসহ অগ্রাধিকারের মাধ্যমে তাদের অগ্রগতি নিশ্চিত করা।
- (থ) বাংলাদেশের পশ্চাদপদ অঞ্চল সমূহ- যথা নদীভাঙ্গন অঞ্চল, চর ও দ্বীপ অঞ্চল, উত্তরাঞ্চলের মঙ্গ আক্রান্ত এলাকা, ভূমিহীন, মহানগরগুলির বন্তি এলকার জন গোষ্ঠীর উপার্জন, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও গৃহায়ন সম্পর্কিত মানব অধিকার নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
- (দ) পার্টির নেতা/কর্মীরা তথাকথিত রাজনৈতিক কর্মসূচীর অজুহাতে কোন ধরনের ধর্সাত্মক কর্মকাণ্ড, যা জনসাধারণের জন্য ক্ষতিকারক বা দেশের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বাধাগ্রস্থ হয়, এই ধরনের কোন প্রকার কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ বা সমর্থন দেবেন না।
- (ধ) আইনানুযায়ী দলের ও রাষ্ট্রের প্রতিটা ক্ষেত্রে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

### ৩। দলের পতাকাঃ

৪ ফুট লম্বা এবং ৩ ফুট উচ্চতা এই অনুপাতের (৪:৩) সাদা ব্যাকগ্রাউন্ডের ঠিক মাঝখানে গোলাকার বৃত্ত। গোলাকার বৃত্তের উপরে অর্ধাংশ লাল এবং নিচের অর্ধাংশ সবুজ। লাল অংশের নিম্নাংশে সুর্যালোক।

### ৪। দলীয় সংগীতঃ

মোরা একটি ফুলকে বাচাবো বলে যুদ্ধ করি-----

### ৫। দলের লোগোঃ

একটি গোলাকার ক্ষেত্রের উপরের অর্ধাংশ লাল এবং নিম্নের অর্ধাংশ সবুজ। লাল অর্ধাংশের নিম্নভাগে সুর্যালয়।

### ৬। সদস্য পদঃ

#### ৬.১। সদস্য পদ লাভের যোগ্যতা-

- (ক) পার্টির ঘোষণাপত্র, কর্মসূচী ও গঠনতত্ত্ব পাঠ এবং হৃদয়ঙ্গম করে, এর প্রতি সমর্তন ও আনুগত্য প্রকাশ করলে দেশের যে কোন পূর্ণবয়স্ক অর্থাৎ ১৮ বৎসর বয়সের নাগরিক পার্টির সদস্যপদ লাভ করতে পারেন।
- (খ) প্রাথমিক সদস্য পদের আবেদনপত্র এই গঠনতত্ত্বের সাথে সংযুক্ত আছে।  
(পরিশিষ্ট-‘ক’)  
এই ফরম পার্টির অফিসেও পাওয়া যাবে।
- (গ) আবেদনপত্র গৃহীত হওয়ার পর সদস্য পদের প্রমাণবরুপ নির্দিষ্ট ফরমে স্ব নির্বাহী কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরে চাহিদাত্ত্বমে পরিচয়পত্র দিতে পারবে।
- (ঘ) পার্টির প্রত্যেকটি উপজেলা অফিস তাদের স্ব স্ব এলাকার প্রাথমিক সদস্যদের তালিকা সংরক্ষণ করবেন। পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে পার্টির সর্বমোট সদস্য সংখ্যা, সদস্যদের নাম ও ঠিকানাসহ বিধিসম্মতভাবে সংরক্ষিত হবে।

#### ৬.২ সদস্য পদ লাভের অযোগ্যতা-

- (ক) বাংলাদেশের আইনানুগ নাগরিক নন এমন কোন ব্যক্তি ‘বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন’ সদস্য হতে পারবেন না।
- (খ) বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার বিরোধী, দুর্নীতিবাজ, চরিত্রহীন, বিতর্কিত, সন্ত্রাসী বা গোপন সশস্ত্র রাজনীতিতে বিশ্বাসী, সন্ত্রাসের সাথে সংশ্লিষ্ট, এছাড়াও সমাজ বিরোধী ও গণবিরোধী কোন ব্যক্তিকে এই পার্টির সদস্য পদ দেয়া হবে না।
- (গ) ফৌজদারী বিধিতে দভিত ব্যক্তি (সংবিধানের আর্টিকেল ৬৬ প্রযোজ্য)।
- (ঘ) আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনালস) আইন, ১৯৭৩ আওতায় দভিত কোন ব্যক্তি।
- (ঙ) দেউলিয়া, উন্মাদ বলে প্রমাণিত ব্যক্তি।

### **৬.৩ সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ-**

- (ক) পার্টির যে কোন সদস্য পার্টির চেয়ারম্যান/মহাসচিব এর কাছে লিখিত চিঠির মাধ্যমে পদত্যাগ করতে পারবেন। পদত্যাগপত্র গ্রহনের ৬০ দিনের মধ্যে গ্রহন/গ্রহন না করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত না দিলে ৬১ম দিন থেকে উল্লেখিত পদ শুণ্য হবে।
- (খ) পার্টি কর্তৃক মনোনীত কোন সংসদ সদস্য যদি সংসদে সংসদীয় পার্টির নেতার সম্মতি ছাড়া নিজের নির্দিষ্ট আসন পরিবর্তন করেন বা অন্য দলের সাথে জোট বাংধেন বা ফ্লোরক্রস করেন অথবা সংসদে পার্টির অবস্থানের পরিপন্থী কোন কাজ করেন, তাহলে উপরোক্ত যে কোন কার্য্যের কারণে, ঐ সংসদ সদস্যের বিবরণে পার্টি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে, তিনি এই পার্টি থেকে তাৎক্ষণিকভাবে পদত্যাগ করেছেন বলে গণ্য হবেন।

- (ক) পার্টির চেয়ারম্যান, মহাসচিব এবং জাতীয় স্থায়ী কমিটি সদস্যের সমন্বয়ে পার্টির জাতীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হইবে। প্রেসিডেন্ট এই কমিটির প্রধান থাকবেন।
- (খ) অনুর্ধ্ব ১৭ (সতের) জন সদস্য সমন্বয়ে জাতীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট ও মহাসচিব পদাধিকার বলে জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হবেন। জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ তাদের পদাধিকতার বলে জাতীয় কাউন্সিলে সদস্য বলে গণ্য হবেন।
- (গ) দলের চেয়ারম্যান, মহা-সচিবের সাথে আলোচনাক্রমে পার্টির প্রতিষ্ঠালগ্নে যে জাতীয় স্থায়ী কমিটি গঠন করেন ঐ জাতীয় স্থায়ী কমিটি এ গঠনতত্ত্বের আওতায় গঠিত জাতীয় স্থায়ী কমিটি বলে গণ্য হবে এবং যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে থাকবে।
- (ঘ) জাতীয় স্থায়ী কমিটিই হবে পার্টির সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী কমিটি। পার্টির সংগঠন, সংগঠন অনুমোদন ও পার্টি পরিচালনার ক্ষেত্রে সকল কর্মকাণ্ড জাতীয় স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত ও দিক নির্দেশনা অনুসারে পরিচালিত হবে।
- (ঙ) জাতীয় স্থায়ী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে সম্মিলিতভাবে বা পৃথক পৃথকভাবে এক বা একাধিক বিষয় ভিত্তিক কাজের দায়িত্ব যে কোন সদস্যকে দিতে পারবে।
- (চ) জাতীয় স্থায়ী কমিটি পার্টির শীর্ষ কমিটি বিধায় পার্টির উৎকর্ষতার লক্ষ্যে জাতীয় স্থায়ী কমিটি আমাদের শিক্ষিত, সৎ, সাহসী, দেশপ্রেমিক ও নৃন্যতমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বছরের বাস্তব রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন হতে হবে।
- (ছ) জাতীয় স্থায়ী কমিটির কেবলমাত্র দুই তৃতীয়াংশ সদস্যবৃন্দের সম্মতিক্রমে জাতীয় স্থায়ী কমিটির নতুন সদস্য অত্যুক্ত করা যাবে।
- (জ) দুই তৃতীয়াংশ জাতীয় স্থায়ী কমিটি সদস্যের সম্মতিক্রমে অসদাচরণ, পার্টির শৃংখলা ভঙ্গ বা দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে জাতীয় স্থায়ী কমিটির যে কোন সদস্যকে শোকজ, সাময়িকভাবে বরখাস্ত বা উক্ত পদ হতে বহিক্ষার করা যাবে।

#### ৮। জাতীয় স্থায়ী কমিটি সদস্য মন্ত্রীর দায়িত্ব-

জাতীয় স্থায়ী কমিটি নিম্নোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেনঃ

- (ক) পার্টির সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী কমিটি, এই কমিটি পার্টির নীতি ও কর্মসূচী প্রণয়ন ও প্রবর্তন করবেন।
- (খ) দলের চেয়ারম্যানের অসদাচারন ব্যতীত, পার্টির অন্যান্য সকল পর্যায়ের সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ও পুনঃ বিবেচনার ক্ষমতা এ কমিটির থাকবে।

- (গ) এই জাতীয় স্থায়ী কমিটি প্রয়োজনবোধে পার্টির ঘোষণাপত্র, গঠনতত্ত্ব, বিধি, উপবিধি ও ধারা যথাযথ সম্মতিপূর্ণ ব্যাখ্যা করবেন এবং যে ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।
- (ঘ) জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ, পার্টির সদস্যরা যাতে পার্টির ঘোষণাপত্র, গঠনতত্ত্ব, ধারা, উপধারা, বিধি ও উপবিধির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন এবং মেনে চলেন সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখবেন।
- (ঙ) জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ পার্টির প্রচারপত্র ও অন্যান্য প্রকাশনার অনুমোদন দান করবেন এবং অনুমোদন ব্যতীত পার্টির কোন প্রচারপত্র বা প্রকাশনা প্রকাশ বা বিতরণ করা চলবে না।
- (চ) জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ গ্রাম পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত যে কোন নির্বাহী কমিটির কাজ সাময়িকভাবে মূলতবী রাখার নির্দেশ দিতে পারবেন কিংবা প্রয়োজনবোধে তা বাতিল করে দিয়ে পুনঃ নির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারবেন। পুনঃ নির্বাচনের জন্য জাতীয় নির্বাহী কমিটির একজন আহ্বায়ক বা বিশেষ ক্ষেত্রে একটি আহ্বায়ক কমিটি গঠন করে সংশ্লিষ্ট নির্বাহী কমিটির পুনঃগঠন ও পুনঃনির্বাচনের নির্দেশ দিতে পারবেন।
- (ছ) পার্টির জাতীয় স্থায়ী কমিটি জাতীয় নির্বাহী কমিটি এবং বিষয় কমিটি সমূহের আওতাভুক্ত যে কোন বিষয়ের উপর রিপোর্ট পেশ করার জন্য উক্ত কমিটিসমূহকে নির্দেশ দিতে পারবেন।
- (জ) পার্টির জাতীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি এবং অন্যান্য কমিটি সমূহের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ ও তদারকী করবেন।

## ৯। চেয়ারম্যান, মহাসচিব এবং জাতীয় স্থায়ী কমিটি

- (ক) জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের সরাসরি ভোটে এবং সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে ০৩ (তিনি) বছরের জন্য পার্টির চেয়ারম্যান, মহাসচিব ও জাতীয় নির্বাহী কমিটি নির্বাচন করবেন। জাতীয় নির্বাহী কমিটি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করবেন। উক্ত মেয়াদ শেষে চেয়ারম্যান, মহাসচিব পদে একই ব্যক্তি পুনরায় নির্বাচিত হতে পারবেন তবে দুই মেয়াদের বেশী নয়। জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য দুই মেয়াদের পরে এক মেয়াদ অব্যাহতির পরে পুনরায় জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হতে বাধা থাকবে না।
- (খ) চেয়ারম্যানের কর্তব্য, ক্ষমতা ও দায়িত্ব-

- ১) পার্টির চেয়ারম্যান পার্টির কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, তদারক ও সমন্বয় সাধন করবেন এবং তদুদ্দেশে জাতীয় কাউন্সিল, দলের জাতীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বিষয় কমিটিসমূহ এবং অন্যান্য কমিটি সমূহের কার্যাবলীর নিয়ন্ত্রণ, তদারক ও সমন্বয় সাধন করবেন। প্রয়োজনবোধে জাতীয় স্থায়ী কমিটির পরামর্শক্রমে উপরোক্ত কমিটি সমূহ ও সদস্যদের বিরলদে ব্যবস্থা নিতে পারবেন।
- ২) চেয়ারম্যান ও মহাসচিব প্রয়োজনে জাতীয় স্থায়ী কমিটির দুই তৃতীয়াংশ সদস্যবৃন্দের সিদ্ধান্তক্রমে জাতীয় স্থায়ী কমিটি, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বিষয় কমিটি এবং অন্যান্য কমিটিসমূহ বাতিল করে দিতে পারবেন।
- ৩) চেয়ারম্যান, জাতীয় কাউন্সিল, জাতীয় নির্বাহী কমিটি এবং জাতীয় স্থায়ী কমিটির সভাসমূহে সভাপতিত্ব করবেন। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে জাতীয় স্থায়ী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যবৃন্দের মতামতের ভিত্তিতে এই দায়িত্ব জাতীয় স্থায়ী কমিটির অন্য সদস্যের উপর অর্পণ করা হবে।
- ৪) যেকোন পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভোটের সমতা দেখা দিলে চুড়ান্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার লক্ষ্যে দলের চেয়ারম্যান কাস্টিং ভোট প্রদান করবেন।

## ১০। চেয়ারম্যান ও মহাসচিব অপসারণঃ

শুধুমাত্র গুরুতর অভিযোগ এবং দলীয় স্বার্থের বিরলদে অবস্থান নিলে জাতীয় নির্বাহী কমিটির এক তৃতীয়াংশ সদস্যবৃন্দের প্রস্তাবক্রমে, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দের গোপন ভোটে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে দলের চেয়ারম্যান ও মহাসচিবকে অবসারণ করা যাবে।

জাতীয় নির্বাহী কমিটির সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যবৃন্দের প্রস্তাবক্রমে, জাতীয় কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দের প্রত্যক্ষ গোপন ভোটে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভিত্তিতে পার্টির প্রেসিডেন্টকে অপসারণ করা যাবে।

## ১১। দলের মহাসচিব এর দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

- (ক) পার্টির মহাসচিব প্রেসিডেন্টের পরামর্শক্রমে সংগঠনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং সকল স্তরের কিমিটির কর্মকাণ্ডগুলি সমন্বয় করবেন।
- (খ) মহাসচিব পার্টির সকল কর্মকাণ্ড সহ জাতীয় কর্মসূচী পালন করার জন্য যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

#### **১২। জাতীয় স্থায়ী কমিটি সভা আহ্বান**

- (ক) অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজনে চেয়ারম্যান, জাতীয় স্থায়ী কমিটি সভা আহ্বান না করলে শতকরা ৫০ ভাগ জাতীয় স্থায়ী কমিটি সদস্যদের সমতিক্রমে মহাসচিব প্রেসিয়ামের জরুরী সভা আহ্বান করতে পারবেন।

#### **১৩। সাংগঠনিক নীতিমালা ও কাঠামো**

- (১) সকল স্তরের কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে প্রকৃত গনতাত্ত্বিক পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হবে।
- (২) কেন্দ্রসহ সাংগঠনিক স্তরের কোন কমিটির চেয়ারম্যান/ মহাসচিব, সভাপতি/ সাধারণ সম্পাদক একাধারে ০২ (দুই) মেয়াদের অধিক পদে থাকবে না।

#### **১৪। সাংগঠনিক বিন্যাসঃ**

- ১) কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী কমিটি- অনুর্ধ্ব ৩০০ সদস্য বিশিষ্ট হবে। দলীয় কাউপিলে দলের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যানগন, মহাসচিব, যুগ্ম মহাসচিব এবং ৭জন সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত হবেন। উক্ত নির্বাচিত কর্মকর্তাগণ অবশিষ্ট ব্যক্তি নির্বাচন ও পদ প্রদান করবেন।
- ২) জাতীয় স্থায়ী কমিটি : অনুর্ধ্ব ১৭ (সতের) জন সদস্য নিয়ে জাতীয় স্থায়ী কমিটি গঠিত হবে। চেয়ারম্যান ও মহাসচিব পদাধিকার বলে জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য হবেন। নির্বাহী কমিটি জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্যদের নির্বাচিত করবেন। জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য ০২ (দুই) মেয়াদের পরে এক মেয়াদ অব্যাহতির পরে পুনরায় জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হতে বাধা থাকবে না।

- ৩) উপদেষ্টা কমিটি: জাতীয় স্থায়ী কমিটির অধিকাংশ সদস্যের সুপারিশে দলের মধ্য হতে বা বাহির হতে অনুর্ধ্ব ৩১ (একত্রিশ) জন উপদেষ্টা নিয়োগ পাবেন। উপদেষ্টাগণ, ভাইস চেয়ারম্যানগনের পরে এবং সকল সম্পাদকের উপরে মর্যাদা পাবেন।
- ৪) জেলা/মহানগর কমিটি: এই কমিটি হবে ২০১ সদস্য বিশিষ্ট। অধিনস্ত সকল থানা, পৌর কমিটির সুপারফাইভ (সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক সহ সাধারণ সম্পাদক, (১) ও সাংগঠনিক সম্পাদক (১) গোপন ভোটের মাধ্যমে জেলার সুপার ফাইভ নির্বাচন করবেন এবং জেলা সুপার ফাইভ তিনি বছরের জন্য পুনার্জী কমিটি গঠন করবে।
- ৫) থানা/ উপজেলা/পৌরসভা কমিটি: ১৫১ সদস্য বিশিষ্ট ৩ (তিনি) বছর মেয়াদ জেলা কমিটির ন্যায় কাউন্সিলর কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।
- ৬) ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড কমিটি: ১০১ সদস্য বিশিষ্ট ৩ (তিনি) বছরের জন্য জেলা কমিটির ন্যায় কাউন্সিলর কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।
- ৭) ওয়ার্ড (ইউনিয়ন এর) কমিটি: ৫১ সদস্য বিশিষ্ট ৩ (তিনি) বছরের জন্য আলোচনার মাধ্যমে ইউনিয়ন কমিটি (সুপার ফাইভ) কর্তৃক নির্বাচিত হবে।
- ৮) কেন্দ্রীয় কমিটির গঠনঃ পরিশিষ্ট-'খ'
- ৯) জেলা/মহানগর কমিটির গঠনঃ পরিশিষ্ট-'গ'
- ১০) থানা/পৌর কমিটির গঠন- পরিশিষ্ট-'ঘ'
- ১১) ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড কমিটির গঠন- পরিশিষ্ট-'ঙ'

১৫। কাউন্সিলরঃ প্রত্যেক কমিটির জন্য তার নিকটবর্তী নিম্ন কমিটির এক তৃতীয়াংশের সদস্যগন কাউন্সিলর হিসেবে গন্য হবেন। যেমন কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে সকল কেন্দ্রীয় কর্মকর্তা ও সদস্য, সকল জেলার/মহানগরের সুপার ফাইভ কাউন্সিলর হিসাবে গন্য হবেন। একইভাবে জেলার জন্য জেলা কমিটির সকল কর্মকর্তা/সদস্য এবং অধিনস্ত সকল থানা/পৌরসভা এর সুপার ফাইভ, থানার/পৌরসভার ক্ষেত্রে থানা কমিটির সকল কর্মকর্তা সদস্য এবং ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড কমিটির সুপার ফাইভ, ইউনিয়নের বা ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড কমিটির জন্য ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড কমিটিরসকল কর্মকর্তা ও সদস্য এবং অধিনস্ত সকল ওয়ার্ড (ইউনিয়নের) কমিটি সুপার ফাইভগন কাউন্সিলর বলে গন্য হবেন।

- ১৬। প্রশিক্ষণ সেলঃ কেন্দ্রীয়ভাবে একটি প্রশিক্ষন সেল থাকবে। প্রশিক্ষন বিষয়ক সম্পাদক, সহ সম্পাদক এবং কার্য নির্বাহী কমিটির ৭ জন সদস্যের সমন্বয়ে এই সেল গঠিত হবে। নেতা কর্মীদের মধ্যে দেশপ্রেম, মানবিকতা, সহনশীলতা, ভদ্রতা, সৌজন্যতা, পরমত সহিষ্ণুতা, সততা জাহ্নতকরন, দেশবিদেশের আর্থ সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি জ্ঞাত করানো, দলীয় কৌশল, বক্তব্য প্রশিক্ষন এবং সন্তান, দুর্গতি, সহিংসতামুক্ত থাকার বিষয়ে প্রশিক্ষন প্রদান করবে।
- ১৭। গবেষনা সেলঃ দলের জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে একটি গবেষনা সেল থাকবে। প্রশিক্ষন ও গবেষনা সম্পাদক, সহ সম্পাদক (যেখানে আছে) এবং কার্য নির্বাহী কমিটির ৫ জন সদস্য এবং উপদেষ্টা কমিটির প্রয়োজনীয় সদস্যের সমন্বয়ে এই সেল গঠিত হবে। রাজনৈতিক কৌশল, জনগণের মনোভাব মূল্যায়ন করা, নির্বাচনী কৌশল নির্ধারণ করা, পরিস্থিতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করতঃ এই কমিটি দলের কর্মীয় সম্পর্কে পরামর্শ দিবেন।

- ১৮। বিষয়ভিত্তিক সাব কমিটি: দল রাষ্ট্র ক্ষমতায় না থাকলে সরকারের যে সকল বিষয়ে মন্ত্রণালয় আছে, সে সকল বিষয়ক সম্পাদক ও সহ সম্পাদকগন বিষয়ভিত্তিক সাব কমিটির সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের ভূলঙ্ঘন এবং নিজ দল রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব প্রাপ্ত হলে উক্ত মন্ত্রণালয় সম্পর্কে কী পলিসি নির্ধারণ করবে সে বিষয়গুলো দল ও জনগণের সামনে তুলে ধরবে। প্রয়োজনবোধে যেকোন বিষয়ের উপরে উপ-কমিটি গঠন করা যাবে।
- ১৯। তলবী সভাঃ কেন্দ্র সহ দলের সকল প্র্যায়ের কোন সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক দীর্ঘদিন (নৃন্যতম ১ বছর) দলের সভা আহবান না করলে সংশ্লিষ্ট কার্য নির্বাহী কমিটির ২/৩ অংশ কর্মকর্তা/সদস্যের স্বাক্ষরে মনোনীত কর্মকর্তা সভা আহবান করতে পারবে যা তলবী সভা বলে গণ্য হবে। উক্ত সভা অন্যন্য সাধারণ সভার মতই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবে।
- ২০। মনোনয়ন বোর্ডঃ সংসদ নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটির সকল সদস্য মনোনয়ন বোর্ডের সদস্য হবেন। দলের চেয়ারম্যান এই বোর্ডের সভাপতিত্ব করবেন। অন্যান্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে মনোনয়ন বোর্ড গঠন করা হবে।
- ২১। কাউন্সিল অনুষ্ঠানঃ প্রতি ৩ (তিনি) বছর পর পর দলের সকল সাংগঠনিক স্তরের কাউন্সিল সম্পন্ন করা হবে।
- ২২। বহিকার/অপসারন/পদানবত্তি: এক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটি, ভাইস চেয়ারম্যান এবং উপদেষ্টা মন্ডলীয় জন্য চেয়ারম্যান বহিকার/অপসারন/পদাবনতি করতে পারবেন। দুইধাপ উপরের কমিটির সুপার ফাইট এর দুই ত্রুটীয়াংশের মতামতের ভিত্তিতে যে কোন কর্মকর্তার বা সদস্যকে বহিকার করা যাবে।
- ২৩। সেন্ট্রাল ছিভাঙ এন্ড ডিসিপ্লিনারী কমিটি: কেন্দ্রীয়ভাবে একটি অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল থাকিবে। দলের সংক্ষুক্ত যেকোন সদস্য কেন্দ্রীয় অভিযোগ উত্থাপন করতে পারবেন। অভিযোগ নিষ্পত্তি সেল যথাযথ তদন্ত করে, প্রয়োজনীয় শুনানী করে অভিযোগের উপরে সিদ্ধান্ত দিবেন। উক্ত সিদ্ধান্তের একটি কপি তাদের সিদ্ধান্ত চেয়ারম্যানের দণ্ডরেও প্রেরণ করিবেন। চেয়ারম্যানের দণ্ডরে একটি এ্যাপিলেট ফোরাম থাকিবে। প্রয়োজনবোধে সংক্ষুক্ত সদস্য আপীল করতে পারবেন। আপীলের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গন্য হবে।

২৪। সভা আহবানের নিয়মঃ

- ক) সাধারণ সভা- নুন্যতম এক মাসের নোটিশে ।
- খ) জরুরী সভা- নুন্যতম তিন দিনের নোটিশে ।

২০। অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনঃ দলে নিম্ন বর্ণিত অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠন থাকবেঃ

ক) অঙ্গসংগঠন

- (১) জাতীয়তাবাদী যুব আন্দোলন (নুন্যতম ৩১ বছর) ।
- (২) জাতীয়তাবাদী তরুণ আন্দোলন (অনুর্ধ ৩০ বছর) ।
- (৩) জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা আন্দোলন ।
- (৪) জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা প্রজন্ম আন্দোলন ।
- (৫) জাতীয়তাবাদী আইনজীবী আন্দোলন ।
- (৬) জাতীয়তাবাদী মহিলা আন্দোলন (নুন্যতম ৩১ বছর) ।
- (৭) জাতীয়তাবাদী তরুণ মহিলা আন্দোলন (অনুর্ধ ৩০ বছর) ।
- (৮) জাতীয়তাবাদী কৃষক আন্দোলন ।
- (৯) জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক আন্দোলন ।
- (১০) জাতীয়তাবাদী ওলামা আন্দোলন ।
- (১১) জাতীয়তাবাদী প্রাক্তন সেনা আন্দোলন ।
- (১২) জাতীয়তাবাদী পেশাজীবি আন্দোলন ।
- (১৩) জাতীয়তাবাদী গনমাধ্যম আন্দোলন ।
- (১৪) জাতীয়তাবাদী তথ্য প্রযুক্তি আন্দোলন ।
- (১৫) জাতীয়তাবাদী প্রবাসী আন্দোলন ।

খ) সহযোগী সংগঠন স্ব স্ব গঠনতত্ত্ব অনুযায়ী পরিচালিত হবে ।

- ১) জাতীয়তাবাদী ছাত্র আন্দোলন

২) জাতীয়তাবাদী শ্রমিক আন্দোলন

২১। **গঠনতন্ত্র সংশোধন।** কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নুন্যতম ২/৩ অংশের সম্মতিতে স্থায়ী কমিটি এই গঠনতন্ত্রের যে কোন অনুচ্ছেদের পরিবর্তন/সংশোধন/সংযোজন করতে পারবেন।

২২। **দলের তহবিল।** কেন্দ্রীয় কমিটি সহ জেলা/মহানগর/থানা/পৌর কমিটির প্রতেকটিতে কমিটির তহবিল থাকবে। যাহা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। কমিটির চেয়ারম্যান/সভাপতি, মহাসচিব/সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ এই তিনি জনের নামে ব্যাংক একাউন্ট হবে। এই তহবিলের উৎস, সদস্য ভর্তি ফি, সকল পদবীর সদস্যেদের মাসিক চাঁদা, মনোনয়ন ফরম বিক্রয় এবং অনুদান।

২১। **সদস্য ফি ও মাসিক চাঁদাঃ** দলের প্রাথমিক সদস্যের ভর্তি ফি নুন্যতম ১০০/-। অন্যন্য নিম্নোক্ত হারে মাসিক চাঁদা প্রদান করিবেন।

১।	ইউনিয়ন কমিটির সুপার ফাইভ	নুন্যতম -২০০/-
২।	ইউনিয়ন কমিটির অন্যন্য সদস্য	নুন্যতম -১০০/-
৩।	থানা কমিটির সকল কর্মকর্তা	নুন্যতম -৩০০/-
৪।	থানা কমিটির সকল সদস্য	নুন্যতম -২০০/-
৫।	জেলা/মহানগর কমিটির সকল কর্মকর্তা	নুন্যতম -৫০০/-
৬।	জেলা/মহানগর কমিটির সকল সদস্য	নুন্যতম -৩০০/-
৭।	জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল কর্মকর্তা	নুন্যতম -১০০০/-
৮।	জাতীয় নির্বাহী কমিটির সকল সদস্য	নুন্যতম -৭০০/-
৯।	স্থায়ী কমিটি সকল সদস্য	নুন্যতম -১৫০০/-

২২। **পরিশিষ্ট সমূহঃ**

(১) **পরিশিষ্ট-ক-** প্রাথমিক সদস্যপদের জন্য আবেদন পত্র।

- (২) পরিশিষ্ট-'খ'- কেন্দ্রীয় কমিটির গঠন।
- (৩) পরিশিষ্ট-'গ'- জেলা/মহানগর কমিটির গঠন।
- (৪) পরিশিষ্ট-'ঘ'- থানা/পৌর কমিটির গঠন।
- (৫) পরিশিষ্ট-'ঙ'- ইউনিয়ন/পৌর ওয়ার্ড কমিটির গঠন।